মা – বাবার খেদমত করলে জিহাদের ফরয আদায় হবে কি ?

শাইখ খালিদ সাইফুল্লাহ রহ:

মা-বাবার খেদমত করলে জিহাদের ফরয আদায় হবে কি?

শাইখ খালিদ সাইফুল্লাহ (রহঃ)

পরিবেশনায়ঃ
আল-বাইয়্যিনাহ মিডিয়া

মা-বাবার খেদমত করলে জিহাদের ফরয আদায় হবে কি?

الحمد لله رب العلمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واشهد ان الا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

ইসলামের অন্যতম একটা রোকন হল 'সলাত' । আরবী অভিধানে এ সলাতের অর্থ নৃত্য করা, দুআ বা রহমত বর্ষণও আছে। তাই বলে কি দিনের কিছু সময় কোমর দুলিয়ে নৃত্য করলে, ব্রাক্ষণদের মতো মহল্লায় সবাই জড়ো হয়ে হাত ঠেকিয়ে দোআ করলেই, সলাত আদায় হয়ে যাবে? তদ্রুপ রোযা বা সাওম ও ইসলামের একটি অন্যতম রোকন। এর আভিধানিক অর্থ হলো বিরত থাকা। এখন আমরা যদি দিনের খানিকটা খানা পিনা স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকি তবে কি রোযার ফরয আদায় হয়ে যাবে?

শরীয়তের বিধান পালনের ক্ষেত্রে শুধু শাব্দিক অর্থ নয় পারাভাষিক অর্থও গ্রহণ করতে হবে। প্রতিটি বিধানের ক্ষেত্রে আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আমল সাহাবীদের আমল যেমন ছিল অর্থাৎ তাদের আমল মোতাবেকই আমাদের আমল করতে হবে। আল্লাহর রসূল ও সাহাবীদের আমল বাদ দিয়ে শুধু শাব্দিক অর্থ অনুযায়ী যদি আমরা মনগড়া আমল করি তবে সেসব ফরজতো আদায় হবেই না, উল্টো ভয়াবহ শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

জিহাদের আমলের ক্ষেত্রেও আমাদের দেখতে হবে আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীদের আমল কী ছিল। আল্লাহ জিহাদ বলে আমাদের কী নির্দেশ দিয়েছেন, আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিহাদের ব্যাখ্যা কী করেছেন এবং সাহাবীরা জিহাদ বলতে কী বুঝেছেন।

আমরা কুরআনের জিহাদের আয়াতসমূহের প্রতি যদি তাকাই তবে দেখতে পাই, জিহাদ বলতে আল্লাহর রাস্তায় সশস্ত্র লড়াইকে বুঝানো হয়েছে। যেখানে রক্তপাত সংঘটিত হয়। আল্লাহর রাস্তায় এ জিহাদকারীকে বলে মুজাহিদ। মুজাহিদদের কর্মকান্ড হলো, তারা আল্লাহর দ্বীনকে বুলন্দ করার জন্য ইসলামের দুশমনদের মারে ও নিজেরা মরে।

যারা দুশমনদের সাথে লড়াই করে বিজয়ী হয়, তাদের বলা হয় গাজী, আর যারা নিহত হয় তাদের বলা হয় শহীদ। আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও জিহাদের এই ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাকে সাহাবীরা সত্যিকারের জিহাদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় তিনি উত্তর দেন, আল্লাহর কালেমা বুলন্দ করার জন্য ক্বিতাল, তাই হলো প্রকৃত জিহাদ। (সহিহ বুখারী তাওঃ পাবঃ হাঃ নং ২৮১০)

সাহাবীদের জিহাদের ব্যাপারেও আমল ছিল ইসলামের দুশমনদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করা তাদের জিহাদের পথে আহ্বান করা হলেই তারা অস্ত্র শস্ত্র ও ঘোড়া নিয়ে যুদ্ধের জন্য বেরিয়ে যেতেন। আমরা যদি হাদীসের কিতাব গুলোর জিহাদ

অধ্যায়ের প্রতি তাকাই তাহলে দেখতে পাই, জিহাদের হাদিস মানেই যুদ্ধ, যুদ্ধ সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক বিধান, শহীদ–শাহাদত সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়েছে।

ইসলামী আইন সম্পর্কে বিজ্ঞ ফকিহগণও জিহাদের এই অর্থ করেছেন। তাঁরা লিখেছেন, কাফিরদের মোকাবিলায় লড়াইয়ে (যুদ্ধের ময়দান) শক্তি ব্যায় করার নামই জিহাদ। (দেখুন ফাতহুল বারী ৬ষ্ট খন্ড)।

আজ কোন মুসলমান নয় একজন অমুসলিম ইসলাম বিদ্বেষী ইহুদী খৃষ্টানকেও যদি জিজ্ঞেস করা হয় (জিহাদ) আর মুজাহিদ বলতে তারা কি বুঝে, তারা এক বাক্যে উত্তর দেবে–এহলো অমুসলিমদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের সশস্ত্র তথা সন্ত্রাসী কর্মকান্ড চালায় তাদের 'মুজাহিদ' বলে যানে। যদিও ঘৃণা প্রকাশ করতে গিয়ে ইদানিং তারা জিহাদকে 'সন্ত্রাস' ও মুজাহিদদের 'সন্ত্রাসী' বলে প্রচারণা চালাচ্ছে। কোন মুসলমানতো দূরের কথা অমুসলমানকেও যদি বলা হয় সশস্ত্র কোন কর্মকান্ড নয়, মা-বাবার খেদমত করাই ইসলামের জিহাদ; তাহলে তারাও বোধ হয় মুখ টিপে হাসবে লোকটাকে মূর্খ মনে করে।

জনৈক সাহাবী আল্লাহর রসূলের (সাঃ) কাছে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি চাওয়ার পর তাকে পিতা-মাতার খেদমত করতে বলা সংক্রান্ত হাদীসটিকে উল্লেখিত ফতোয়া প্রদানে ব্যাবহার করা হয়। প্রথমে আমরা হাদিসটির প্রতি লক্ষ্য করি,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ أَحَيٌّ وَالِدَاكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ

আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে এসে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলে, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার মাতাপিতা জীবিত আছে কি? সে ব্যক্তি বললোঃ হ্যাঁ। তিনি বললেনঃ তুমি তাঁদের সেবায় সব সময় রত থাকার জিহাদ কর। (সুনান আন-নাষায়ী ইসঃ ফাউঃ হাদিস নং ৩১০৭)
হাদীসে জনৈক সাহাবী জিহাদের অনুমতি চাওয়ার পর আল্লাহর রলূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে পিতা-মাতার খেদমত করতে বলেছেন। তাকে এ কথা বলেননি যে, পিতা–মাতার খেদমত করাই তোমার জন্য জিহাদ। আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক সাহাবীকে এ নির্দেশ দিয়েছেন। সকল সাহাবীকে নয়। এ নির্দেশ শুধুমাত্র সে সাহাবীর বেলায়ই প্রযোজ্য।

হয়তো তখন কোন জিহাদ চলছিল না বা সে সাহাবীর পিতা মাতা অসুস্থ ছিল এ জন্য হয়তো আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এ নির্দেশ দেন। আল্লাহর রসূল সাঃ তাকে এ কথাও বলেননি যে, পিতা–মাতার খেদমত করলেই তোমার জিহাদের ফরজিয়াত আদায় হয়ে যাবে, তোমাকে আর জিহাদের প্রশিক্ষণ নিতে হবে না, ফিতনা-ফাসাদ

দেখা দিলে তা উৎখাত করতে অস্ত্র ধরতে হবেনা, দেশে যদি ত্বাগুত, জালেম সরকার ক্ষমতায় বসে, তারা যদি তোমাদের ঈমান আক্বীদা নিয়ে ছিনিমিনি খেলে তবুও চোখ বন্ধ করে থাকবে আর মায়ের খেদমত করেই যাবে।

মা বাবার খেদমতে যদি জিহাদের ফরজিয়াত আদায় হয়ে যেত তবে কোন সাহাবী আর হিজরত করে মদীনায় আসতেননা, তারা বদর, ওহুদ, খন্দকের মতো বিভিন্ন জিহাদে অংশ নিয়ে রক্ত ঝরাতেন না, মা-বাবার খেদমতেই তারা ব্যস্ত থাকতেন।

আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি উক্ত হাদিসের মাধ্যমে পিতা-মাতার খেদমতের দ্বারা জিহাদের ফরজিয়াত আদায়ের কোন অবকাশ রাখতেন তাহলে তিনি কেন আবার তাবুক যুদ্ধের পরও জিহাদে অংশ না নেয়ার অপরাধে তিনজন সাহাবীকে কঠিন শাস্তি দিলেন? এসব সাহাবীতো ঘর-সংসারের কাজে ব্যস্ত থেকে প্রকারন্তরে পিতা মাতার খেদমতেই ব্যাস্ত ছিলেন।

মূলতঃ জিহাদের অনুমতি না দিয়ে উক্ত সাহাবাকে পিতা-মাতার খেদমত করতে বলা ছিল সে সাহাবীর জন্য আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একটি বিশেষ ছাড়। আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সাহাবীকে এ ধরনের ছাড় প্রদান করেছেন। আবার অন্যান্য আমলের প্রতি উৎসাহিত করার জন্য জিহাদের সমতুল্য সওয়াব পাওয়ার কথা বলেছেন।

যেমন-জালেম শাসকের সামনে সত্য কথা বলা জিহাদের সমতুল্য, নফসের সাথে যুদ্ধ করা সর্বোত্তম জিহাদ ইত্যাদি। এখন যদি কুফরী শক্তি আক্রমণ করে, ত্বাগুত ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ চালিয়ে যায় তা প্রতিহত না করে শুধু নফসের সাথে যুদ্ধ করি আর জালিমকে সত্য কথা জানিয়ে দিলেই কি জিহাদের ফরয আদায় হবে?

বরং জিহাদ অপেক্ষা যারা মা বাবা, ঘর-সংসার বেশী গুরুত্ব দেয় বা অজুহাত পেশ করে তাদের সাবধান করে দিয়ে আল্লাহ বলেনঃ

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

'বল' তোমাদের নিকট যদি আল্লাহ তাঁর রসূল এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করা অপেক্ষা প্রিয় হয় তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভ্রাতা, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের আত্মীয়–স্বজন, আর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বানিজ্য, যা মন্দা পড়ার আশঙ্কা কর এবং তোমাদের প্রিয় বাসস্থান, তবে অপেক্ষা কর-আল্লাহর বিধান (আল্লাহর শাস্তি আযাব) আসা পর্যন্ত। আল্লাহ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ দেখাননা। (সূরা তওবা ২৪)

ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ, মতলবাজ ও নিফাকের ব্যধিগ্রস্ত ব্যক্তিরাই কেবল এমন কথা বলতে পারেন। কুরআন–হাদিস সম্পর্কে জ্ঞাত এবং সে অনুযায়ী জীবন যাপনে ইচ্ছুক ব্যক্তির কখনো এমন উদ্ভট কথা বলা উচিত হবেনা। আল্লাহ আমাদের হক্ব বুঝার তাওফিক দিন। (আমীন)

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ